# আইসিটি প্রভাষক নিয়োগে চরম বৈষম্য: ৭১ নম্বর পাওয়া প্রার্থী বেকার, ৪০ নম্বরেই চাকরি!

**অনলাইন ডেস্ক**

প্রকাশিত: ২২:৩৯, ২১ আগস্ট ২০২৫; আপডেট: ২২:৩৯, ২১ আগস্ট ২০২৫

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা আইসিটি প্রভাষক (বিষয় কোড: ৪৫২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক বৈষম্য ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আইসিটি ৪৫২ কোডে প্রায় ১,৬০০ জন প্রার্থী ভাইভায় উত্তীর্ণ হন, যেখানে মোট শূন্যপদ ছিল প্রায় ১,৭০০। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায়, কলেজ এবং মাদ্রাসা আলাদা করা হয়েছে অর্থাৎ আলাদা সুপারিশ করবে। কলেজ শাখায় ভাইভা উত্তীর্ণ প্রার্থী প্রায় ১,৪০০ জন কিন্ত সিট মাত্র ১৫১টি, অথচ মাদ্রাসা শাখায় মাত্র ১৭৭ জনের বিপরীতে শূন্যপদ ছিল ১,৪৫০-এর বেশি। তারা ভাইভা পাশ করাইছে বিষয় কোড ৪৫২ অনুযায়ী কলেজ মাদ্রাসা আলাদা নয়।

## একই বিষয়, এক পরীক্ষা, ভিন্ন ফলাফল!

আইসিটি বিষয়ে কলেজ ও মাদ্রাসা উভয়ের জন্যই ছিল একই সিলেবাস, একই প্রিলিমিনারি, লিখিত মৌখিক পরীক্ষা এবং ফলাফল ও কলেজ, মাদ্রাসা একত্রে মেরিট লিস্ট দেওয়া হয়েছে। এমনকি, আবেদন ফর্মের ৭ নম্বর অপশনে 'others option' দিতে বাধ্য করা হয়েছিল যেখানে কলেজ ও মাদ্রাসা উভয় অপশনই রাখা হয়। অথচ সুপারিশের সময় কলেজ প্রার্থীদের ৪০ টি কলেজ পছন্দ দেওয়ার পরে আদার্স অপশনের মাদ্রাসায় সুপারিশ করা হয়নি।

বড় অপ্রস্তুতির বিষয় হলো, প্রার্থীদের সামনে কোনো স্বচ্ছ মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হয়নি—যাতে বোঝা যায় না, একজন প্রার্থী কলেজ বা মাদ্রাসা কোনটি পাবে, কিংবা তার সামনে কতজন প্রার্থী আছেন মাদ্রাসা অথবা কলেজের জন্য। ফলে চয়েস লিস্ট সাজানো ছিল একপ্রকার 'ব্লাইন্ড গেম'।

**৭১ নম্বর পেয়ে চাকরি না পাওয়া, ৪০ নম্বরেই চাকরি!**

যেখানে অনেক কলেজ প্রার্থী ৭০-এর উপরে নাম্বার পেয়েও কোনো সুপারিশ পাননি, সেখানে মাদ্রাসা প্রার্থী ৪০ নাম্বারে সুপারিশ পেয়েছেন। এইভাবে একই বিষয় কোড ও সিলেবাসের অধীনে থাকা হাজারো কলেজ প্রার্থী চাকরিচ্যুত হয়েছেন, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

সাবজেক্ট এক, সিলেবাস এক, আর সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে কলেজ বা মাদ্রাসা বই কিন্তু এক। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কে শিক্ষক রা একই বিষয়ে পাঠদান করবেন। তাহলে এখানে কলেজ/মাদ্রাসা আলাদা করার যৌক্তিকতা কোথায়??

কেন মেরিট লিস্টে আলাদা করে কলেজ ও মাদ্রাসা চিহ্নিত করা হলো না?

যদি মাদ্রাসা, কলেজ আলাদাই করবে তাহলে কেনো একই টাইমে, একই পশ্নে, একই কোডে পরীক্ষা নিলো।

যদি কলেজ প্রার্থীদের মাদ্রাসায় সুপারিশ করা না-ই হতো, তাহলে কেনো তাদের ৭ নম্বর অপশনে মাদ্রাসা পছন্দ দিতে বাধ্য করা হলো?

একই বিষয়ে ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এই ধরনের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কোথায়?

**ক্ষুব্ধ প্রার্থীদের অভিযোগ**

"আমরা লিখিত, ভাইভা সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভাজনের কারণে চাকরি থেকে বঞ্চিত। অথচ আমাদের পাশেই বসা অনেক কম নম্বর পাওয়া মাদ্রাসা প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছে। এটা আমাদের প্রতি চরম অবিচার,"—বলছেন এক কলেজ প্রার্থী।

মাদ্রাসা প্রার্থীদের তো সবার জব হয়েগেছে এখন বাকি শুন্যপদগুলো কলেজ প্রার্থীদের মাদ্রাসায় যোগ্যতার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হোক।

এই ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষক নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কমিশনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করছেন হাজারো চাকরি বঞ্চিত আইসিটি প্রার্থী।